দ্বিতীয় অনুরোধ পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহন পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.tmed.gov.bd.

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৫৯.২০১৯-৩৬৪

তারিখঃ ৩০ আশ্বিন, ১৪২৭ / ১৫ নভেম্বর, ২০২০

বিষয়টিঃ কনটেম্পট পিটিশন নং-২২৯/২০১৯ (রিট পিটিশন-১১৫৩৮/২০১৪ হতে উদ্ভুত) মামলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (টিএমইডি), কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত।

সূত্র: (১) কাশিঅ'র স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.১৯.৮৬-২১৩৫; তারিখ: ২০.০৯.২০২০ খ্রি.
(২) আইন, সেল, কাশিঅ স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.১৭.৮৬.৭২২; তারিখ: ১৮.০৩.২০১৮ খ্রি.
(৩) সলিসিটর উইং রীট শাখা-১ এর স্মারক নং-১০.১৩৪.৩২.০০.০০.৬৬৮.২০১৮(রীট); তারিখ: ২৬.০৪.২০১৮ খ্রি.
(৪) আইন সেল, কাশিঅ স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.১৭.৮৬.৮২৭; তারিখ: ০৩.০৬.২০১৮ খ্রি.
(৫) সলিসিটর উইং এর স্মারক নং-এস,এস,সি/এ-১৮C ৯৮৬, তারিখ: ২২.০৭.২০১৮ খ্রি.
(৬) আইন সেল, আশিঅ স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.১৭.৮৬.৯১৪; তারিখ: ১৬.০৮.২০১৮ খ্রি.
(৭) আইন সেল, কাশিঅ স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.২০.৮৬.২০১২: তারিখ: ০৬.০৮.২০২০ খ্রি.
(৮) আইন সেল, কাশিঅ স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.২০.৮৬.২১২৬; তারিখ: ১০.০৯.২০২০ খ্রি.
(৯) আইন সেল, কাশিঅ স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.২০.৮৬.২১২৭; তারিখ: ১০.০৯.২০২০ খ্রি.
(১০) টিএমইডি'র আইন শাখা-১ স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০২.২০.৩৩; তারিখ: ১৬.০১.২০২০ খ্রি.
(১১) টিএমইডি'র আইন শাখা-১ স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৫৯.২০১৯-৩০৭; তারিখ: ০৮.১০.২০২০ খ্রি.

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের মাধ্যমে ডিজি, ডিটিই কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে যে,

(ক) যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর মহিলা ডিগ্রী কলেজের জনাব সঞ্জীব কুমার দেবনাথ এর কম্পিউটার ডেমোনেষ্ট্রটর পদে এম.পি.ও.ভূক্তির জন্য কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় এম.পি.ও.ভূক্তির তালিকায় তার নাম অন্তভূক্তি না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে মহামান্য হাইকোর্টে ১১৫৩৮/২০১৪ নং রিট পিটিশন দায়ের করেন।

(খ) উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে রায়/আদেশ প্রদান করেন। রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ মামলায় গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য আপিল বিভাগে সি.এম.পি. দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে কাশিঅ -এর গত ১৮.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে মামলার আর্জির পূর্ণাঙ্গ কপি, রায়/আদেশের ফটোকপি এবং দফাওয়ারী জবাব বিজ্ঞ সলিসিটর বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(গ) পরবর্তীতে সলিসিটর উইং এর বিবেচ্যপত্রে বর্ণিত সূত্রোস্থ ২-নং পত্রের প্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর হতে সূত্রোস্থ ৩-নং পত্র রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ এর গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের জন্য মামলার সার্টিফাইড কপি বিজ্ঞ সলিসিটর বরাবর প্রেরণ করে।

(ঘ) উল্লেখ্য যে, রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ এর গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল দায়ের এবং পরিচালনা করার জন্য সলিসিটর উইং এর ৪-নং সূত্রস্থ স্মারকে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হরিদাস পালকে এডভোকেট-অন-রেকর্ড (এ.ও.আর.) নিয়োগ করা হয়।

(ঙ) রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ মামলার মহামান্য হাইকোর্টের গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশ অমান্য করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর মহিলা ডিগ্রী কলেজের জনাব সঞ্জীব কুমার দেবনাথ, কম্পিউটার ডেমোনেষ্ট্রটর কর্তৃক কনটেম্পট পিটিশন নং-২২৯/২০১৯ দায়ের করা হয়।

(চ) উক্ত কনটেম্পট মামলায় বিবাদী হিসেবে (১) জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (২) জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, (৩) ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, পরিচালক (ভোকেশনাল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং (৪) জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (এম.পি.ও.) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর-কে পক্ষভূক্ত করা হয়।

(ছ) উল্লেখ্য যে, উক্ত কনটেম্পট মামলায় কর্মরত মহাপরিচালক মহোদয়কে পক্ষভূক্ত না করার কারণে গত ০৯.০৭.২০১৯ খ্রি. তারিখে ০৭-নং নোট উপস্থাপন করা হলেও মহাপরিচালকের স্বাক্ষরিত ওকালতনামা প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।

(জ) মহামান্য আদালত উক্ত কনটেম্পট মামলায় গত ০৯.০২.২০২০ খ্রি. তারিখের আদেশে ০৫-নং বিবাদী হিসাবে জনাব মো: সানোয়ার হোসেন, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে পক্ষভূক্ত করেছেন। উক্ত কনটেম্পট রুলের কপি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের

না হওয়ায় Contempt Notice প্রেরণ করা হলে রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ ...
বিরুদ্ধে মহামান্য আপিল বিভাগে আপিল দায়ের এবং পরিচালনা বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার হালনাগাদ তথ্যাদি কাশিঅ-তে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হরিদাস পাল, এ্যাডভোকট-অন-রেকর্ড (এ.ও.আর.) আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা বরাবর গত ১৬.০৮.২০১৮ খ্রি. তারিখে ০৬.০৮.২০২০ খ্রি. এবং ১০.০৯.২০২০ খ্রি. তারিখে বিবেচ্যপত্রে বর্ণিত ৫-নং, ৬-নং এবং ৭-নং সূত্রস্থ স্মারকে (পত্র পৃষ্ঠা: ১৯, ১৭ ও ১৮) পত্র প্রেরণ করা হয়।

(ঞ) রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ মামলার গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে রায়ের বিরুদ্ধে কাশিঅ হতে গৃহীত ব্যবস্থাদির তথ্যাদি অধিদপ্তরের নিজস্ব আইনজীবীর মাধ্যমে কনটেম্পট আদালতকে অবহিতকরণসহ কনটেম্পট পিটিশন নং-২২৯/২০১৯ মামলার জবাব দাখিল, তদারকির জন্য ৮-নং সূত্রস্থ স্মারকে অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় এবং কনটেম্পট মামলায় মহাপরিচালক মহোদয়ের জবাব এফিডেভিট করা হয়।

(ট) বিজ্ঞ এ.ও.আর. জনাব হরিদাস পাল গত ১৭.০৯.২০২০ খ্রি. তারিখে রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ এর গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে রায়/আদেশের বিরুদ্ধে, আপীল বিষয়ে, "The petition is under preparation and will be filed and moved as soon as possible" মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন। অর্থাৎ এখনো CPLA দায়ের হয়নি।

(ঠ) রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ মামলার গত ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য আপিল বিভাগে আপিল দায়ের এবং কনটেম্পট মামলা পরিচালনার বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থার হালনাগাদ তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

০২. ডিজি, ডিটিই কর্তৃক প্রেরিত পত্র হতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

(i) রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ মামলায় সরকার প্রতিকূলে রায় হওয়ার পর উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে CPLA দাখিলের জন্য ডিজি, ডিটিই কর্তৃক গত ১৮.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৩৬.০৪.০০১.১৭.৮৬-৭২২ নং স্মারকমূলে বিজ্ঞ সলিসিটর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(ii) ডিজি, ডিটিই'র উক্ত অনুরোধ পত্রের প্রেক্ষিতে গত ২২.০৭.২০১৮ খ্রি. তারিখের এস,সি/এ-১৮C ৯৮৬ নং স্মারকমূলে রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে CMP করার জন্য বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব হরিদাস পালকে বিজ্ঞ (সলিসিটর কর্তৃক) এ.ও.আর. নিযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ ডিজি, ডিটিই কর্তৃক অনুরোধে ০৪ মাসের ও বেশি সময়ের পর (রায় ঘোষণার ০৭ মাসের বেশি পর) বিজ্ঞ সলিসিটর কর্তৃক CMP দাখিলের উদ্দেশ্যে এ.ও.আর. নিয়োগ করা হয়।

(iii) ডিটিই হতে বারবার তাগিদ প্রদানের (ডিজি, ডিটিই কর্তৃক সর্বশেষ ১১.০৯.২০২০ খ্রি. অনুরোধ পত্রটি প্রেরিত হয়েছে) পরও এ.ও.আর. জনাব হরিদাস পাল কর্তৃক প্রদত্ত ২০.০৯.২০২০ খ্রি. তারিখের প্রত্যয়ন পত্র হতে স্পষ্ট হয় যে, ১৭.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে সরকার প্রতিকূলে ঘোষিত (রিট মামলা ১১৫৩৮/২০১৪) রায়ের বিরুদ্ধে ২০.০৯.২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত CPLA দায়ের হয়নি। অর্থাৎ রায় ঘোষণার ০২ বছর ০৮ মাস সময় (৯৭০ দিন) অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনো CPLA দায়ের হয়নি।

(iv) ডিজি, ডিটিই এবং বিজ্ঞ সলিসিটরের পত্র হতে এটা স্পষ্ট যে, এ.ও.আর. হিসেবে নিয়োগ (বিজ্ঞ এ.ও.আর. হিসেবে জনাব হরিদাস পাল গত ২২.০৭.২০১৮ খ্রি. তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন) পাওয়ার ০২ বছর ০২ মাস (৭৯০ দিন) অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞ এ.ও.আর. কর্তৃক এখনও CPLA দায়ের হয়নি।

(v) এখানে উল্লেখ্য যে, সুপ্রিম কোর্ট রুলস্-১৯৮৮ এর order-xiii অনুযায়ী CPLA দাখিলের তামাদির মেয়াদ মাত্র ৬০ দিন। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে এ.ও.আর. হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার ৭৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞ হরিদাস পাল কর্তৃক CPLA এ দায়ের না করা দায়িত্ব অবহেলা এবং পেশাগত অসাদাচারণ।

(vi) সে সাথে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় ঘোষিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে ৯৭০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় স্বল্পতম সময়ের CPLA দায়ের হলেও তামাদির (৯৭০ দিন) দ্বারা বারিত হওয়ার কারণে মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক CPLA (সিভিল পিটিশন লিভ টু আপিল) খানা খারিজ (Dissmissed) হওয়ার প্রবল আশংঙ্খা বিদ্যমান।

০৩. তাছাড়া রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪ মামালার রায়ে এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে

(a) "It was specifically mentioned in the recruitment notice that a 3rd Division or 3rd Class was permissible at any level of education of the concern candidates." রায়ে অন্য জায়গায় উল্লেখ রয়েছে যে, "It appears that the Selection Committee was consisted of, amongt other, the representative of the Technical Education Board and the Chief Inspector, Jessore Polytechnic Institution."

(b) উক্ত রায়ে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, "Therefore, on 05.01.2013, the amended Janabla Kathamo, 2010 was in force and the recruitment notice was published in conformity with the existing Janabal Kathamo, but before he joined the post on 01.07.2013, the Janabal Kathamo, 2010 was further amended."

রায়ে আরও উল্লেখ আছে যে, "Accordingly, the Janabal Kathamo amended on 24.03.2013 was not retrospectively applicable to the recruitment notice dated 05.01.2013. The petitioner's appointment was made in pursuant to the recruitment notice dated 05.01.2013. Accordingly, the subsequent amendment was not applicable to the case of the petitioner."

০৪. মহামান্য আদালতের রায় হতে এটা স্পষ্ট যে, জনবল কাঠামো ও এম.পি. নীতিমালা-২০১০ এর ২৪.০৩.২০১৩ খ্রি. তারিখের সংশোধনীর পূর্বে রিট পিটিশনারের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত এবং নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে বিধায় ২৪.০৩.২০১৩ খ্রি. তারিখের সংশোধনী পিটিশনারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না মর্মে আদালত কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।

চলমান পাতা-০৩

... ২২৯/১৯ মামলা দায়ের হয় এবং যা এখনও চলমান।

০৬. এখানে উল্লেখ্য যে, সরকার পক্ষে CPLA দায়ের না হওয়া এবং কনটেম্পট পিটিশন নং-২২৯/১৯ মামলা চলমান থাকায় অধিকন্তু অতি দ্রুত সময়ে CPLA দায়ের হলেও (কারণ ইতোমধ্যে ৯৭০ দি অতিক্রান্ত) তামাদির কারণে Dissmissed হওয়ার প্রবল আশংঙ্কা বিদ্যমান থাকা কনটেম্পট মামলার দায় হতে অব্যহতি পাওয়ার নিমিত্তে রিট মামলার রায় (রিট পিটিশন নং-১১৫৩৮/২০১৪) বাস্তবায়ন ব্যতীত অন্য কোন আইন গত সুযোগ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়না।

০৭. এখানে আরও উল্লেখ্য যে, যথাসময়ে নিয়োগ পাওয়া সত্ত্বেও ৭৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিজ্ঞ এ.ও.আর. জনাব হরিদাস পাল কর্তৃক CPLA দায়ের না হওয়ায় সরকার যেমন আর্থিক দায় -এর সম্মুখীন তেমনিভাবে সচিব, মহোদয়ও কনটেম্পট মামলার (কনটেম্পট পিটিশন নং-২২৯/১৯) দায় -এর সম্মুখীন, বিধায়, দায়িত্ব অবহেলা এবং পেশাগত অসাদাচরণের দায়ে বিজ্ঞ এ.ও.আর. জনাব হরিদাস পাল এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আইন ও বিচার বিভাগে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।

০৮. সে সাথে সরকারের আর্থিক দায় এড়ানো এবং সরকারি স্বার্থ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মামলা পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিটিই-কে নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু কারো এম.পি.ও. আবেদন বাতিলের পূর্বে আবেদনের বিষয় আইনের দৃষ্টিতে চুলচেরা বিশ্লেষণক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

০৯. নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

(ক) রিট মামলার রায় (রিট পিটিশন নং১১৫৩৮/২০১৪) ঘোষনার ৯৭০ দিন পরেও CPLA দায়ের হলেও তামাদির কারণে তা Dissmissed হওয়ার প্রবল আশংঙ্কা বিদ্যমান থাকায় এবং ইতমধ্যে কনটেম্পট মামলা চলমান থাকায় মহামান্য হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন ব্যতীত অন্য কোন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ না থাকায় পিটিশনার কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর হিসেবে (যশোরের সদর উপজেলাধীন উপশহর মহিলা ডিগ্রী কলেজ) জনাব সঞ্জিব কুমার দেবনাথ -এর নাম মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে এম.পি.ও. ভূক্তির (মহামান্য আদালতের রায় হতে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজি, ডিটিইকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

(খ) ৭৯০ দিন পার হওয়ার পরও কোন কারণ ছাড়াই CPLA দায়ের না করে সরকারের আর্থিক দায় সৃষ্টি এবং পেশাগত অসাদাচরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হলো।

(গ) সরকারি স্বার্থ নিশ্চিত করণসহ সরকারি আর্থিক দায় এড়ানোর নিমিত্ত নিজস্ব আইনজীবী দ্বারা, মামলা (রিট, আপিল, এবং অন্যান্য) পরিচালনার ব্যবস্থা করার জন্য ডিজি, ডিটিই (ডিজি, ডিএমই, চেয়ারম্যান, বিটিইবি, চেয়ারম্যান, বিএমইটিসহ)-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

(ঘ) চলমান মামলায় সরকারি স্বার্থ নিশ্চিত করণের নিমিত্ত মনিটরিং জোরদার করণসহ প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য ডিজি, ডিটিই, ডিজি, ডিএমই, চেয়ারম্যান, বিটিইবি, চেয়ারম্যান, বিএমইটি-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

(ঙ) আইনগত জটিলতা মামলার উদ্ভবের কারণ পরিহারের নিমিত্ত এম.পি.ও. সংক্রান্ত আবেদন বাতিলের সময় আরো সর্তকতা অবলম্বন করে আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ডিজি, ডিটিইকে (ডিজি, ডিএমইসহ) নির্দেশনা দেয়া হলো।

১০. উপরিউক্ত (অনুচ্ছেদ-০৯ বর্ণিত) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে আবশ্যিকভাবে গত ২০.১০.২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিতির জন্য সূত্রোক্ত (১১) নং স্মারকমূলে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত তারিখের পরে ২৫ (পচিঁশ) দিন অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি চাহিতমতে তথ্যাদি পাওয়া যায়নি বিধায় সুত্রোক্ত (১১) নং পত্রে চাহিত তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) আগামি ২৫/১১/২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা হলো।

১৫.১১.২০

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
☎: ৯৫৭৫২৭২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (AoR হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার ৭৯০ দিন পরও আপিল দাখিল না করায় সরকারের আর্থিক দায় সৃষ্টি এবং পেশাগত অসদাচরণের জন্য AoR হরিদাস পালের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে টিএমইডি-কে অবহিতির অনুরোধসহ)।
২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা), নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।

উপরিউক্ত নির্দেশনা অনুসরণক্রমে চলমান মামলা এবং ভবিষ্যতে উদ্ভব হতে পারে এরুপ মামলা সরকার পক্ষে পরিচালনা নিশ্চিত করার অনুরোধসহ

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

১. বিজ্ঞ সলিসিটর, সলিসিটর উইং, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গন, ঢাকা
২. সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)। অতিরিক্ত সচিব
৪. (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. অফিস কপি।